**পোষাক শিল্পীদের গানের প্রতিযোগিতা ‘‘প্রিমিয়ার ব্যাংক গর্ব''**

* **পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ৫ চৈত্র ১৪১৭, ১৯ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবর্গ,

বস্ত্র ও তৈরিপোষাক উদ্যোক্তাবৃন্দ,

তৈরিপোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ভাই-বোনরা,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

বিজিএমইএ আয়োজিত তৈরিপোষাক শিল্পীদের গানের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা ও গৌরবের এ মাসে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

তৈরিপোষাক কর্মীদের অংশগ্রহণে এ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। বিজিএমইএ এই প্রথম এ ধরনের একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাথা গুঁজে কাজ করতে করতে একঘেয়েমি চলে আসে। এতে শিল্পের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র আনতে সাংস্কৃতিক চর্চা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এতে কর্মীদের কাজে মনোযোগ বাড়ে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। বাঙালির চির চেনা রূপটি ফুটে উঠে।

সুধিমন্ডলী,

শ্রমিকরা শিল্পের প্রাণ। শ্রমঘন শিল্প হিসেবে গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের গুরুত্ব আরো বেশি। তাই তাদের মুখে হাসি ফোটানো আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তৈরিপোষাক শিল্প দেশের প্রধান রফতানি খাত। গত বছর এই খাত থেকে ১,২৫০ কোটি ডলার আয় হয়েছে। যা মোট রফতানি আয়ের ৭৭ শতাংশ।

চলতি বছর ফেব্রয়ারি পর্যন্ত আট মাসে তৈরিপোষাক রফতানি থেকে এসেছে প্রায় ১,১০০ কোটি ডলার। মোট রফতানি আয়ের ৭৪ শতাংশ।

প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। যার প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। এর মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে আসা নারীরা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে। তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে।

তৈরিপোষাক খাত আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাই আমরা এ খাতটির প্রসারে অত্যন্ত আন্তরিক। আমাদের '৯৬ সরকারের সময়ও এ খাতের অনেক সমস্যা দূরীভূত করেছি। যা পূর্ববর্তী বিএনপি সরকার সৃষ্টি করেছিল।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত জিএসপি সংক্রান্ত জালিয়াতির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রফতানি বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। আমরা ইইউ'র নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করি। সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যুতে স্বচ্ছতা আনি। ইইউ আমাদের ব্যবস্থায় আশ্বস্ত হয়। জিএসপি সুবিধা বহাল রাখে। নিট ও ওভেন পোষাকে জিএসপি'র শর্ত শিথিল করে।

আমরা রফতানির বিপরীতে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা দিয়েছি। উদ্যোক্তারা যাতে এই অর্থ দ্রুত পায় তা নিশ্চিত করেছি। ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপনের জন্য ‘মেচিং গ্র্যান্ট ফান্ডে'র আওতায় মূলধন যোগাড় করি। এসব বিনিয়োগ ৭-১০ বছরের জন্য শুল্ক ও করমুক্ত করে দেই। বন্ডেড ওয়ের হাউস সুযোগ প্রবর্তন করি। ‘ডবল এলসি চার্জ' এবং ‘উৎসে কর' রহিত করি। তৈরিপোষাক খাতের জন্য আমরা এই রকম ৬১টি সুযোগ নিশ্চিত করি।

১৯৯৮ এর প্রলয়ংকরী বন্যার সময়ও আমরা রফতানির চাকা সচল রেখেছি। ট্রেন লাইন এলিভেট করে ট্রেন চলাচল সচল রেখেছি। বিশেষ কার্গো বিমানের ব্যবস্থা করে রফতানি পণ্য এয়ার লিফটিং এর ব্যবস্থা করেছি। বিশেষ জেটির ব্যবস্থা করেছি। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সচল রেখেছি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ‘কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ড' এর নামে আমাদের তৈরিপোষাক উৎপাদন নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছিল। আমরা সেই সমস্যার সমাধান করেছি।

আমাদের পাঁচ বছরে তৈরিপোষাক রফতানিতে প্রায় ৩০০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। দুই শতাধিক রফতানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল শিল্প স্থাপিত হয়। জিপার, বোতাম, সূতা, প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রচুর ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। তৈরিপোষাক খাতে Local  Value Addition ১৯ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়।

এই সহযোগিতার ধারা আমরা এবারও বজায় রেখেছি। কারণ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে দেশকে কিছু দেবার জন্য। আর বিএনপি আঁতাত করে ক্ষমতা দখল করে। লুটপাট, দুর্নীতি করে নিজেদের পেট ভরে। দেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক আর মৌলবাদকে উস্কে দেয়।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার জন্য আমরা দুই বারে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি। ব্যাংকের সুদের হার কমিয়েছি। ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছি। বিজিএমইএ কে Certificate of Origin ইস্যু করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

আমরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১,৬৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করেছি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। গত দুই বছরে মাথাপিছু আয় ৬৬০ ডলার থেকে ৭৮০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। শ্রমজীবীরাও যাতে এ উন্নতির ফল ভোগ করতে পারে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমরা নিম্ন আয়ভোগীদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করেছি। খোলা বাজারে বিক্রি এবং ফেয়ার প্রাইস কার্ড চালু করেছি।

দেশে প্রথমবারের মতো শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে। গার্মেন্টস খাত সহ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সব চেষ্টাই আমরা করে যাচ্ছি। ৮ বছরের ঘাটতি পূরণ করছি। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়েনি। আমরা ৪৩০০ মেগাওয়াট রেখে গেলাম। এবার এসে পেয়েছি ৩৩০০ মেগাওয়াট।

আমরা গত দুই বছরে জাতীয় গ্রীডে ১১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছি। আগামীকাল আরো ২০২ মেগাওয়াট আসবে। আরো ৩২টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিতেও নতুন কূপ খনন এবং পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলছে।

বিগত দুই বছরে প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দেয়া হয়েছে। ন্যাশন্যাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরো ১৬ হাজার ৮০০ জন নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আমরা এ কর্মসূচি রংপুর অঞ্চলের আরো সাত জেলায় সম্প্রসারণ করছি। আমাদের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিজিএমইএ সহযোগিতা করছে। সেই জন্য বিজিএমইএ কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিল্প উদ্যোক্তাবৃন্দ,

তৈরিপোষাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ। চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তুরস্কের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। ইউরোপে চারটি শার্ট কিনলে একটি অবশ্যই 'Made in Bangladesh' থাকে। আমাদের এই গর্বের মূলে আছে শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম। শ্রমিকদের কল্যাণে আপনারা অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন। এটি যাতে সব গার্মেন্টস এ থাকে তা নিশ্চিত করুন।

আপনাদের অনেকেরই ৩,০০০ টাকার বেশি মজুরি দেয়ার সামর্থ্য আছে। আপনারা সেটা কাজে লাগান। ওভারটাইম বিল যাতে সময়মতো পায় তা নিশ্চিত করুন। ঠিকমতো বোনাস দিন। বেশি আয় করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। অধিকাংশ কারখানায়ই বিকল্প সিঁড়ি আছে। থাকলে লাভ কী! সিঁড়িতে ওঠার দরজাটি যদি স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা সচেতন করতে ইন-হাউস ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করুন। তাদেরকে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করে তুলুন। যাতে জরুরী পরিস্থিতিতে হুড়োহুড়ি করে জীবন দিতে না হয়।

অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যাতে শ্রমিকদের কাজ করতে না হয় তা নিশ্চিত করুন। বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের একটা সুপরিচিতি আছে। এদেরকে খুব সহজেই প্রশিক্ষিত করা যায়। আপনারা সে সুযোগটা গ্রহণ করুন।

আমাদের রফতানিতে চ্যালেঞ্জ আছে, চ্যালেঞ্জ থাকবে। সরকার ও বেসরকারি খাত মিলে তা মোকাবেলা করতে হবে। নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বিজিএমইএ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা জোরদার করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন নতুন ডিজাইন ও ফ্যাশন উদ্ভাবন করতে হবে। বিদেশী ক্রেতার রুচি ও পছন্দের সাথে দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। শিল্প কারখানার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে।

'৯৬ এর সরকারের সময় আমরা ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি স্থাপন করেছি। এবার আমরা আরও চারটি ফ্যাশন ডিজাইন ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করছে। আমরা বাণিজ্য-বিনিয়োগের প্রসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। শুধু বস্ত্র ও তৈরিপোষাক নয়, সম্ভাব্য সকল খাতেই শিল্পায়ন করতে হবে। এই প্রচেষ্টায় সরকার সব সময় উদ্যোক্তাদের পাশে থাকবে।

আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি উন্নত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি। এ লক্ষ্য বিজিএমইএ'র সদস্যগণও তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করবেন। এই আশা ব্যক্ত করে আজ যারা বিজয়ী হলেন তাদেরকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.......